চুয়াডাঙ্গায় মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ খাতের সফল উদ্যোক্তাদের সন্মননা প্রদান

চুয়াডাঙ্গায় সমন্বিত কৃষি ইউনিটের আওতায় কৃষি মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ খাতের সফল উদ্যোক্তাদের সন্মননা প্রদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৬ জুন) দুপুর ১টায় ওয়েভ ফাউন্ডেশনের কোষাঘাটা মিশ্রখামার মিলনায়তনে ফাউন্ডেশনের আয়োজনে ও পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের সহযোগীতায় এ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক জহির রায়হানের সভাপতিত্বে ও ফাউন্ডেশনের জ্যেষ্ঠ সমন্বয়কারী আব্দুস সালামের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা মিতা।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা তাসলিমা খাতুন, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা অভিজিৎ কুমার বিশ্বাস, ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক কিতাব আলী, পিকেএসএফের উপ-ব্যবস্হাপক ডা. সুলাইমান হোসেন ও ফাউন্ডেশনের জ্যেষ্ঠ সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রোকসানা মিতা বলেন, পরিকল্পিত উপায়ে যেকোন কাজেই সফলতা আসে। সে কারনে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ খাতে উন্নতী করতে হলে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে কর্মরতদের সহায়তা নিতে হবে। সহায়তা নিয়ে এগুলে উদ্যোক্তাদের প্রতিষ্ঠান গুলো বড় পরিসর লাভ করবে। যা দেশ ও মানুষের কাজে আসবে।

অনুষ্ঠানে কৃষি মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ খাতে সফলতার জন্য ৬ জন উদ্যোক্তাকে ক্রেস্ট ও নগদ টাকা দিয়ে সন্মাননা জানানো হয়।

গাংনীতে পিএসকেএস এর উদ্যোগে কৃষি উদ্যোক্তাদের সম্মাননা প্রদান

মেহেরপুরের গাংনীতে সমন্বিত কৃষি ইউনিট মৎস্য খাত এর আওতায় কৃষি,মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ খাতের সফল উদোক্তাদের সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে পলাশী পাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতি এ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার সময় পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত সম্মাননা প্রদাণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা ও সহকারি কমিশনার (ভূমি) নাদির হোসেন শামিম।

পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ রমজান আলীর সভাপতিতে এবং সংস্থার পরিচালক মোহাঃ কামরুজ্জামানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা খোন্দকার সহিদুর রহমান, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা মোঃ আব্দুর রউফ, উপজেলা ভেটেরিনারি সার্জ মোঃ আরিফুল ইসলাম।

সম্মাননা প্রাপ্ত কৃষি উদ্যোক্তারা হলেন,গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া গ্রামের মনিরুল ইসলাম,,জুগিরগোফা গ্রামের মাহাবুব আলম,গাড়াডোব গ্রামের শাহানাজ খাতুন ও রাহিলা খাতুন, বিদ্যাধরপুর গ্রামের ইদুৃল হোসেন এবং ধানখোলা গ্রামের মাছুরা খাতুন।

অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা শেষে ছয়জন সফল উদ্যোক্তাদের হাতে সম্মাননা ক্রেস্ট,সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সংস্থার বিভিন্ন ইউনিটের কর্মকর্তা কর্মচারিসহ বিভিন্ন এলাকার শতাধিক উপকারভোগী উপস্থিত ছিলেন।

‘বনায়ন’ মেহেরপুরের উদ্যোগে বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ

ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যোকোর মেহেরপুর আঞ্চলিক অফিসের সামনে বনায়ন মেহেরপুরের উদ্যোগে বিনামূল্যে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ শুরু হয়েছে।

৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এই কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করা হয় । বিনামূল্যে গাছের চারা বিতরণ এর উদ্বোধন করেন জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ শঙ্কর কুমার মজুমদার।

বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে একাত্ততা প্রকাশ করে বেসরকারিখাতের সবচেয়ে বড় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ‘বনায়ন’ তার ৪৩তম বছরে পদার্পন করে ৫০ লাখ গাছের চারা বিতরণ শুরু করেছে।

বাংলাদেশ সরকারের বৃক্ষরোপণের আহ্বানের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ১৯৮০ সালে ‘বনায়ন’ তার যাত্রা শুরু করে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাস্তুতন্ত্র পুনঃস্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে এই পর্যন্ত সাড়ে ১১ কোটির বেশি বনজ, ফলজ, ও ঔষধি জাতীয় গাছের চারা বিনামূল্যে বিতরণ এবং দেশব্যাপী ১১৯টি জীব-বৈচিত্র্য কেন্দ্র স্থাপন করেছে ‘বনায়ন’।

‘বনায়ন’ এর এই কার্যক্রম সরাসরি জাতিসংঘ প্রণীত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি-১৩) ‘ক্লাইমেট অ্যাকশন’ এবং (এসডিজি-১৫) ‘লাইফ অন ল্যান্ড’ অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর বি এ টির রিজিওনাল ম্যানেজার সাজ্জাদ তালুকদার, এরিয়া ম্যানেজার কৃষিবিদ এ এস এম কামাল এছাড়াও বিএটির সকল অফিসার উপস্থিত ছিলেন।

এরিয়া ম্যানেজার কৃষিবিদ এ এস এম কামাল বলেন, পুরো জুলাই মাস জুড়ে এই স্টল থেকে বনজ,ফলজ ও ঔষধি গাছের চারা সর্বসাধারণের মাঝে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে। এখানে নিম, মেহেগুনি, অর্জুন, সজিনা ,আমলকি ,বেল ,লেবু, কাঁঠাল, জাম সহ বিভিন্ন প্রজাতির চারা বিতরণ করা হচ্ছে। তিনি সকলকে বিনামূল্যে গাছের চারা নেওয়ার জন্য আহবান করেন।

হরিণাকুণ্ডতে বজ্রপাতে দুইটি গরুসহ এক কৃষকের মৃত্যু

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডতে বজ্রপাতে দুইটি গরুসহ একজন কৃষকের নিহতের ঘটনা ঘটেছে।

আজ বুধবার বিকাল ৩ টার দিকে উপজেলার পারদখলপুর গ্রামের গোয়ালবাড়ি মাঠে বজ্রপাতে এই ঘটনা ঘটে।

নিহত গোলাপ মুন্সী (৬০) একই গ্রামের মৃত ইলাহী মুন্সীর ছেলে। একই ঘটনায় পার্শ্ববর্তি পার্বতীপুর গ্রামের আল মামুন নামের অপর এক কৃষক গুরুতর আহত হয়ে হরিণাকুণ্ডু উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়েছেন। বজ্রপাতে কৃষকের দুইটি গাভী গরুর মৃত্যু হয়েছে, যার আনুমানিক বাজার মুল্য দেড় লক্ষ টাকা।

স্থানীয়রা জানান, প্রতিদিনে ন্যাঢ নিহত গোলাপ মুন্সী দুপুরে গ্রামের মাঠে গরুর ঘাষ খাওয়াতে যান, এসময় হঠাৎ বজ্রপাতের ফলে দুইটি গ্রভিগরুসহ তার মৃত্যু হয়।

হরিণাকুণ্ডর থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আবু আজিফ ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন হঠাৎ বজ্রপাতের ফলে ওই কৃষক এবং দুটি গাভি গরুর মৃত্যু হয়েছে। এব্যাপারে থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

গাংনীতে ধানের জমিতে বিষ দিতে গিয়ে বৃদ্ধ অসুস্থ

জমিতে বিষ দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন স্বার্থক আলী (৭০) নামের এক বৃদ্ধ।স্বার্থক আলী মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার

ঢেপা পাঙ্গাসীপাড়া এলাকার সিদ্দিক মন্ডলের ছেলে।

আজ রবিবার (১৮ জুন) স্থানীয় খাগড়াজল মাঠে নিজের ধানের জমিতে বিষ দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি।

সাথে সাথে বাড়িতে চলে আসেন তিনি। বাড়িতে এসে আরো অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

বর্তমানে তার শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন কর্তব্যরত চিকিৎসক।

মুজিবনগরে ফলন্ত কল ও কচু ক্ষেত কেটেছে দূর্বৃত্তরা

মুজিবনগরের বিশ্বনাথপুর বিল মাঠে নামক স্থানে কৃষকের এক বিঘা ৫ কাটা জমির ফলন্ত কলা গাছ ও দশ কাঠা জমির কচু কেটে তছরুপ করেছে দুর্বৃত্তরা।

গতকাল বুধবার দিবাগত রাতের কোন এক সময় এই ফসল কাটার ঘটনা ঘটে। এতে ওই কৃষকের প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানান তিনি।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানায় একটি অভিযোগের দায়ের করেন তিনি।

মুজিবনগর উপজেলার বিশ্বনাথপুর গ্রামের ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক রাহেল বিশ্বাস জানান, পূর্ব শত্রুতার জের ধরে কে বা কারা আমার এক বিঘা ৫ কাঠা জমির কলা ও ১০ কাঠা জমির কচু ক্ষেত কেটে দিয়েছে। এতে আমার প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে। আমি প্রশাসনের কাছে এর সঠিক তদন্ত ও বিচার দাবী করছি।

এ ব্যাপারে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল বলেন, লিখিত অভিযোগ এখনো পাইনি। পেলে তদন্ত সাপেক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

মেহেরপুর শ্যামপুর কলোনীপাড়া মাঠে বালি উত্তোলনের মহাউৎসব

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর কলোনীপাড়ার মাঠে কোন রকম অনুমোতি না নিয়ে তিন ফসলি জমিতে পুকুর খননের নামে চলছে বালি উত্তোলনের মহা উৎসব। অতিরিক্তি মাত্রায় গভির করে বালি উত্তোলনের ফলে হুমকির মুখে রয়েছে পার্শ¦বর্তী ফসলি জমি। বর্ষা হলেই ভেঙ্গে পড়বে পার্শ্ববর্তী জমি এমন অভিযোগ অনেকের। তবে পুকুর মালিকরা প্রভাবশালী হওয়ায় কেউ মুখ খলতে সাহস পাচ্ছেনা। বালি উত্তোলন বন্ধে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন স্থানীয়রা।

জানাগেছে, মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর গ্রামের লুৎফর রহমানের ছেলে কাজল,শোহরাব হোসেন ও জাহাঙ্গীর তিন ফসলি জমিতে সরকারি নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে পুকুর খনন করে ইট ভাটায় মাটি বিক্রি করেন। সে সময় পার্শবর্তী জমির মালিকরা তাদের কৃষি জমি রক্ষায় পুকুর খনন করতে নিষেধ করে। তাদের নিষেধ অমান্য করে বিভিন্ন হুমকি ধামকি দিয়ে পুকুর খনন করেন জাহাঙ্গীর,কাজল ও সোহরাব হোসেন। পরে কয়েকদিনের বৃষ্টিতে পুকুরের পাড় ভেঙ্গে পড়ে। এবছর আবারও ওইসব পুকুরে বালি উত্তোলনের কাজ শুরু করেন পুকুর মালিকরা। প্রতিদিন সকাল থেকে শুরু করে বিকাল পর্যন্ত চলে বালি উত্তোলন ও বহনের কাজ। পরপর চারটি পুকুরে অন্ততঃ ২০ থেকে ৩০ ফুট গভির করে বালি উত্তোলন করা হচ্ছে একই সাথে চারটি পুকুরে।

স্থানীয়দের পার্শ্ববর্তী কৃষকদের অভিযোগের ভিত্তিতে সরেজমিনে দেখা গেছে, স্কেবিটর মেশিন দিয়ে বালি উত্তোলনের কাজ চলছে দেদারছে। পরপর দু’টি পুকুরে বালি উত্তোলনের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হলেও আরও একটি পুকুর থেকে বালি উত্তোলনের কাজ করা হচ্ছে। পুকুর গুলি অন্ততঃ ২০ থেকে ৩০ ফুট গুভর হয়ে পড়েছে। হুমকির মধ্যে রয়েছে পার্শবর্তী কৃষি জমি। সরেজমিনে গিয়ে দেখা হয় আরিফ নামের এক যুবকের সাথে। তিনি জানান, বালির গাড়ি গণনার কাজে তিনি নিয়োজিত রয়েছেন। তবে বালি কে উত্তোলন করছেন এমন প্রশ্নের জবাব তিনি দিতে অপারগতা প্রকাশ করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পার্শ্ববর্তী

জমিরএকাধিক মাীলকগণ জানান, বালি বিক্রির লোভে তিন ফসলি জমি কেটে এমন ভঅবে গভির করা হচ্ছে যেন আইন কানুন কিছুই নেই। আমাদের বর্ষা হলেই পাড় ভেঙ্গে আমাদের জমি পুকুরে পড়বে। ফলে নিরুপাই হয়ে ফসলি জমি বাধ্য হয়ে আমাদের পুকুর কাটতে হবে। তারা আরও জানান, পুকুর খনন বা বালি উত্তোলনের ক্ষেত্রে প্রশাসনের অনুমোতি লাগে শূনেছি কিন্তু এদের তো কিছুই নেই,তবে কিভাবে এরা পুকুর খনন করলো আবার কিভাবে বালি উত্তোলন করছে? দ্রত বালি উত্তোলন বন্ধে জেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ কামনা করেছে পার্শবর্তী জমির মালিকরা।

মেহেরপুর সদর উপজেলা ভুমি কর্মকর্তা(সহকারি কমিশনার ভুমি) আব্দুল্লাহ আল বাকী জানান, যাদের সমস্যা হচ্ছে তারা একটি লিখিত অভিযোগ করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দামুড়হুদায় ৪ বিঘা জমির ধরন্ত পেঁপে গাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে

দামুড়হুদা উপজেলার পরানপুর মাঠে ৪ বিঘা জমির ধরন্ত ফুলন্ত পেঁপে গাছ কেটে দেওয়ার অভিযোগ উঠছে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার উক্ত নতুন গ্রামের মো: আমির বিশ্বাস এর ছেলে জাকির হোসেনের বিরুদ্ধে।

আজ রবিবার ভোর ৫টার দিকে ভুক্তভোগী কৃষক তার জমিতে গিয়ে দেখে জমির সব পেঁপে গাছ কেটে দিয়েছে। ভুক্তভোগী কৃষক হলেন দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর কলনীপাড়ার মৃত আবুল কাশেম এর ছেলে রবিউল ইসলাম বাবলু। এবিষয়ে তার ছেলে জাহাঙ্গীর আলম মানিক দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ সুত্রে জানাগেছে মো: জাকির হোসেন (৪২) পিতা: মো: আমির বিশ্বাস, গ্রাম উক্ত নতুনপাড়া, থানা ও জেলা চুয়াডাঙ্গা উক্ত বিবাদীর নিকট হইতে আমার পিতা মোঃ রবিউল ইসলাম বাবলু বিগত অনুমান ০৬ মাস পূর্বে ১৪,০০,০০০/-(চৌদ্দ লক্ষ) টাকার বিনিময়ে ০৫ বিঘা পেঁপে বাগান সহ লীজ গ্রহণ করি। টাকা ফেরত প্রদান করিলে সে তাহার

জমি আমাদের নিকট হইতে ফেরত নিবে। কিন্ত হঠাৎ করে সে চুক্তিনামা থেকে আরও তিন লক্ষ টাকা বেশি দাবী করছে। আমার পিতা দিতে অস্বীকৃত জানাইলে সে আমাদের সামনে বলে টাকা না দিলে পেঁপে বাগান কেটে দেবো এবং বিভিন্ন স্থানে বলে বেড়ায় পেঁপে বাগান কেটে দেবো।

এরই ধারাবাহিকতায় অদ্য ইং ১১/০৬/২০২৩ তারিখ ভোর অনুমান ০৬:৩০ ঘটিকার সময়ে আমার পিতা উক্ত পেঁপে বাগানে গেলে দেখিতে পাই যে ০৪ বিঘা পেঁপে গাছ কেটে দেয়। আমার পেঁপে গাছগুলিতে ধরন্ত ফল ছিল। এমতাবস্থায় আমার পিতা খোজ খবর নিয়ে জানতে পারে ভোরবেলা মর্নিং ওয়ার্কে স্বাক্ষী ১। শিমুল হাসান, পিং-আঃ জলিল, ২। মোঃ রাশেদ আহম্মেদ সজিব, পিং-মুজিবুল হক (আর্মি), ৩। মোঃ রাজু, পিং-কালাম হোসেন, সর্ব সাং-দর্শনা (থানাপাড়া), উপজেলা-দামুড়হুদা, থানা- দর্শনা, জেলা-চুয়াডাঙ্গাগণ রাস্তায় হাটছিল। পেঁপে গাছ কেটে দিয়ে চলে যাওয়ার সময় তারা দেখতে পাই যে, উক্ত বিবাদী সহ অজ্ঞাতনামা ১৪/১৫ জন হাতে হাসুয়া নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে চলে যায়। শুধুমাত্র বিবাদীকেই তাহারা চিনতে পেরেছে। ইহাতে আমাদের প্রায় আনুমানিক-২০,০০,০০০/- (বিশ লক্ষ) টাকার ক্ষয়-ক্ষতি হইয়াছে। ঘটনার পর হইতে আমার পিতা অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাড়িতে আছে।

এবিষয়ে ভুক্তভোগির ছেলে জাহাঙ্গীর আলম মানিক বলেন, এই ঘটনায় আমার পিতা চরম কষ্টে অসুস্থ হয়ে পরেছে। এমন জঘন্যতম কাজের জন্য তার বিরুদ্ধে আমি দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। আমাদের প্রায় ২০ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি সাইফুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, অভিযোগ পেয়েছি, সরজমিনে তদন্ত পূর্বক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দর্শনায় কৃষি উদ্যেক্তা পুরস্কার বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা সেরা কৃষি উদ্যেক্তার পুরস্কার বিতরনী অনুষ্টান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকাল ৪ টার দিকে দর্শনা ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্যেগে দর্শনা ট্রেড টেনিং সেন্টারে চত্বরে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানিত হয়।

অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলায় তিনটি ক্যাটাগেরিতে ১০ জন কৃষি উদ্যেক্তাকে নগদ টাকা ও সম্মাননা পুরস্কার হাতে তুলে দেন অতিথী বৃন্দ।

পুরস্কার বিতরনী অনুষ্ঠানে ওয়েভ ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহি পরিচালক মহাসিন আলির সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান, মাইক্রোক্রেডিট আরএ মো: ফসিউল্লাহ, চুয়াডাঙ্গা জেলা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সার্বিক নাজমুল হামিদ রেজা, অবসর প্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও উপদেষ্টা এএফএম ফারুক হোসেন, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রোকসানা মিতা, দর্শনা পৌর মেয়র মোঃ আতিয়ার রহমান হাবু, দামুড়হুদা উপজেলা কৃষি অফিসার মনিরুজ্জামান, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি পরিচালক প্রশাসন ও মানবসম্পদ শাখা মো: নুরে আলম মেহেদী, উপ পরিচালক অনসাইট মো: মিজানুর রহমান, সিনিয়র সহকারী পরিচালক পিএসটু ইভিসি সৈয়দ আশিক ইমতিয়াজ, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপনির্বহি পরিচালক নাসিফা আলী, পরিচালক আমিরুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ- পরিচালক নাজমা সুলতানা লিপি ও সহকারী পরিচালক কিতাব আলী।।প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক, ওয়েভ ফাউন্ডেশন আবু সালেহ মোঃ শহীদ প্রকল্প সমন্বয়কারী, জহির রায়হান উপ-পরিচালক আব্দুস সালাম, সিনিয়র সমন্বয়কারী আব্দুল আলীম সজল, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার আনিছুর রহমান, সিনিয়র সমন্বয়কারী আমিরুল ইসলাম পরিচালক, অর্থ ও হিসাব ফারহানা সুলতানা মুক্তা।

বৃহৎ গুদাম নির্মাণ হলে অন্যের

প্রতি নির্ভরতা কমবে

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদীতে বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এর ৪ হাজার মেঃ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন পিএফজি সার গুদামের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার সকালে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে সার গুদামের নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম।

এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে ঢাকা বিএডিসি’র চেয়ারম্যান (গ্রেড-১) এনডিসি আব্দুল্লাহ সাজ্জাদ, সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) মো: আব্দুস সামাদ, সদস্য পরিচালক (বীজ ও উদ্যান) মো. মোস্তাফিজুর রহামান, সচিব মো: আশরাফুজ্জামান, প্রকল্প পরিচালক (সার ব্যববস্থাপনা) মজিবর রহমান সবুজ, মেহেরপুর পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, মেহেরপুর বিএডিসি’র উপপরিচালক শঙ্কর কুমার মজুমদার, কেএম মনিরুজ্জামান, মিনহাজ উদ্দীন আহমেদ চৌধুরী সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ও এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি বলেন, মেহেরপুর ধান, গম, ভুট্টা, পাট সহ হরেক রকম সব্জি উৎপাদনে প্রসিদ্ধ একটি জেলা। এই জেলার ৪ হাজার মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন এই বৃহৎ সার গুদামটি নির্মিত হলে আমাদের কৃষকদের আর অন্য জেলার উপর নির্ভর করতে হবেনা। বরং নিজ এলাকার চাহিদা মিটিয়ে পার্শ্ববর্তী জেলার চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। তিনি বলেন— কৃষক ফসলের নায্য মূল্য পাচ্ছে, উৎপাদন বেড়েছে, পণ্য বাজারজাতকরণে হয়রানি কমেছে তাই কৃষক ফসল চাষ করে এখন লাভবান হচ্ছেন। কৃষক ভালো আছেন। বর্তমান সরকার কৃষি ও কৃষককে বাঁচাতে বহুমুখী পরিকল্পনা ও প্রকল্প নিয়ে কাজ শুরু করেছে।